তথ্যবিবরণী নম্বর: ১২৭৩

**বঙ্গবন্ধুর খুনি ক্যাপ্টেন মাজেদের দণ্ড কার্যকরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে**

 **---আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ চৈত্র (৭ এপ্রিল) :

 আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত আসামি ক্যাপ্টেন আবদুল মাজেদের দণ্ড কার্যকর করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। প্রক্রিয়া শেষ হলেই তার দণ্ড কার্যকর করা হবে।
আজ মঙ্গলবার গুলশানে নিজ আবাসিক  অফিস থেকে এক ভিডিও বার্তায় সাংবাদিকদের এ কথা বলেন আইনমন্ত্রী।

 মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্র ও হত্যাকাণ্ডে সরাসরি জড়িত ছিলো মাজেদ। সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বিচারিক আদালতে তার মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। পরে আপিল  আদালতে এ দণ্ড নিশ্চিত হয়।
আইনমন্ত্রী আরো বলেন, আজ মঙ্গলবার ভোর রাতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাকে রাজধানীর মিরপুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করেছে। আদালতের আদেশে তাকে ঢাকার কেরানিগঞ্জের কেন্দ্রীয় কারাগারে রাখা হয়েছে।

 যেহেতু ক্যাপ্টেন মাজেদ ভারত থেকে এসেছে, এ অবস্থায় কারাগারে তাকে নিয়ে করোনার ঝুঁকি রয়েছে কি না - এ প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন, ক্যাপ্টেন মাজেদ ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি। এ কারণে তাকে কারাগারে সলিটারি কনফাইনমেন্টে রাখা হবে। অন্য কোনো আসামির সাথে তার কোনো সংযোগ থাকবে না। এ কারণে তাকে নিয়ে করোনার ঝুঁকির কোনো আশঙ্কা নেই।

#

রেজাউল/মাহমুদ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৯৪৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১২৭২

শিল্প মালিকদের প্রতি বাণিজ্যমন্ত্রীর আহবান

**শ্রমিকদের ছাঁটাই করবেন না, মার্চের বেতন ১৬ এপ্রিলের মধ্যে পরিশোধ করুন**

ঢাকা, ২৪ চৈত্র (৭ এপ্রিল) :

 বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর কারণে কারখানা বন্ধ থাকলেও কোনো শ্রমিককে চাকুরি হতে ছাঁটাই করা যাবে না। শ্রমিকদের মার্চ ২০২০ মাসের বেতন আগামী ১৬ এপ্রিলের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

 বাণিজ্যমন্ত্রী আজ কারখানা মালিকদের প্রতি এ আহ্বান জানান।

#

বকসী/মাহমুদ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৯৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১২৭১

**বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস-২০২০ উদ্বোধন করলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ চৈত্র (৭ এপ্রিল) :

 আজ মহাখালীস্থ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনলাইনের মাধ্যমে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস -২০২০ এর উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব আসাদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ, স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের সভাপতি ডা. ইকবাল আর্সনাল, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বাংলাদেশ প্রতিনিধি বার্ধন রানা, নার্সিং এন্ড মিড ওয়াইফারি  মহাপরিচালক সিদ্দিকা আকতার, স্বাস্থ্য ব্যুরোর লাইন ডিরেক্টরসহ অন্য কর্মকর্তাবৃন্দ। সভায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন জেলা, উপজেলা ও অঞ্চল থেকে প্রায় ৪০০ জন স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অংশ নেন। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য "Support Nurses and Midwives" যার বাংলা অর্থ করা হয়েছে "নার্স ও মিডওয়াইফদের দায়িত্বে সহযোগিতা মান-সম্মত সেবার নিশ্চয়তা"।

 সভায় করোনা আক্রান্ত সময়ে দেশের এই স্বাস্থ্য দিবস উদ্বোধন করতে হচ্ছে জানিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, "বিশ্বময় আতঙ্ক তৈরি করা করোনা ভাইরাস আমাদের দেশেও অনেক মানুষকে আক্রান্ত করেছে। এ কারণে আমরা আমাদের আজকের অনুষ্ঠান অনলাইনে ও ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে করার উদ্যোগ নিয়েছি। এই ভাইরাস মোকাবেলায় দেশের স্বাস্থ্যখাতের সাথে যুক্ত প্রতিটি ব্যক্তিকে নিরলস কাজ করতে হবে। দেশের মানুষের জন্য কাজ করতে পারার এটি বিরাট সুযোগ, এই সুযোগ যেন কেউ না হারাই সে ব্যাপারে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। আজকেও দেশে ৪১ জন মানুষ নতুন করে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়াসহ ৫ জন মারা গেছেন। সকলে মিলে এখনি নিজ নিজ অবস্থান থেকে আমাদের কাজে নেমে পড়তে হবে। একদিকে দেশের মানুষকে সচেতন করতে হবে এবং অন্যদিকে মানুষকে সঠিকভাবে চিকিৎসা প্রদানও করতে হবে।"

 প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক করোনা মোকাবেলায় স্বাস্থ্যসেবায় জড়িতদের বিশেষ ইনস্যুরেন্স ব্যবস্থার উদ্যোগ গ্রহণ করাকে স্বাগত জানিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী চিকিৎসক, নার্স, মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের আরো নতুন উদ্যমে কাজে নেমে যাওয়ার আহবান জানান । প্রধানমন্ত্রীর এই প্রণোদনা স্বাস্থ্য সেবায় বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলেও স্বাস্থ্যমন্ত্রী সভায় জানান।

 সভায় অন্যান্যের মাঝে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ, স্বাচিপ সভাপতি ডা. ইকবাল আর্সনাল, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বাংলাদেশ প্রতিনিধি বার্ধন রানা-সহ অন্য কর্মকর্তারা দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন।

 এর আগে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আজ সকালে রাজধানীর ঔষাধাগারে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য ১০টি নতুন গাড়ির চাবি হস্তান্তর করেন।

#

মাইদুল/মাহমুদ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৯১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১২৭০

**চলতি বোরো মৌসুমে চাল, ধান ও গম কেনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ**

ঢাকা, ২৪ চৈত্র (৭ এপ্রিল) :

 চলতি বোরো মৌসুমে ৬ লাখ মেট্রিক টন ধান, সাড়ে ১১ লাখ মেট্রিক টন চাল (আতপ ও সিদ্ধ) এবং ৭৫ হাজার মেট্রিক টন গম কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এর মধ্যে ৩৬ টাকা কেজি দরে ১০ লাখ মেট্রিক টন সিদ্ধ চাল, ৩৫ টাকা কেজি দরে ১ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন আতপ চাল এবং ২৬ টাকা কেজি দরে ৬ লাখ মেট্রিক টন ধান কেনা হবে।

 বোরো ধান আগামী ২৬ এপ্রিল এবং চাল ৭ মে থেকে সংগ্রহ করা শুরু হবে, যা শেষ হবে
৩১ আগস্ট। একই সঙ্গে অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে ৭৫ হাজার মেট্রিক টন গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রাও নির্ধারণ করা হয়েছে। ২৮ টাকা কেজি দরে এই গম সংগ্রহ করা হবে ১৫ এপ্রিল থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত।

 করোনা ভাইরাসের কারণে বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে কৃষি মন্ত্রণালয় ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও সচিব পর্যায়ের আলোচনা এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সাথে পরামর্শক্রমে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়

 সাধারণত খাদ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির সভায় বোরো সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ও সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ করা হয়। এই কমিটিতে অর্থ, বাণিজ্য, কৃষিসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও সচিবরা সদস্য হিসেবে রয়েছেন। বর্তমান করোনা পরিস্থিতির কারণে কমিটির সভা হয়নি।

 উল্লেখ্য, গত বোরো মৌসুমে ৪ লাখ টন ধান ও ১৪ লাখ টন চাল সংগ্রহ করেছিল সরকার।

#

সুমন মেহেদী/মাহমুদ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৮৪২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৬৯

**পুলিশ সদস্যদের জন্য হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিল ডিআরআইসিএম**

ঢাকা, ২৪ চৈত্র (৭ এপ্রিল) :

 করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মানুষের ঘরে থাকা নিশ্চিত করতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পথে দায়িত্ব পালনরত পুলিশ সদস্যদের স্বাস্হ্য নিরাপত্তায় সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছে ডেজিগনেটেড রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিকেল মেজারমেন্টস (ডিআরআইসিএম)। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্হপতি ইয়াফেস ওসমানের নির্দেশনায় আজ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সদর দপ্তরে ১৫০০ বোতল হ্যান্ড স্যানিটাইজার, ১০০ বোতল হ্যান্ড রাব ও ১৫০ লিটার জীবাণুনাশক প্রদান করেছে ডিআরআইসিএম।

 ডিআরআইসিএমের পরিচালক ড. মালা খান ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মোঃ শফিকুল ইসলাম বিপিএম (বার) এর নিকট বর্ণিত দ্রব্যাদি হস্তান্তর করেন।

 উল্লেখ্য, ডিআরআইসিএম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন বিসিএসআইআরের একটা প্রতিষ্ঠান।

#

বিবেকানন্দ/মাহমুদ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৮০২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৬৮

**কৃষি উৎপাদন ও বিপণন অব্যাহত রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কৃষি মন্ত্রণালয়**

ঢাকা, ২৪ চৈত্র (৭ এপ্রিল) :

  করোনা ভাইরাসজনিত উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কৃষি উৎপাদন ও বিপণন অব্যাহত রাখতে কৃষি মন্ত্রণালয় নিম্নোক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং এগুলো বাস্তবায়ন ও পালন করতে অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করেছে:

* প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা প্রতিপালন করে খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হবে। বসতবাড়ির আঙিনাসহ সকল পতিত জমিতে শাকসবজি, ফলমূল ও অন্যান্য ফসলের চাষ করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারি প্রণোদনা অব্যাহত থাকবে।
* সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির সময়েও জরুরি পণ্য বিবেচনায় সার, বালাইনাশক, বীজ, সেচযন্ত্রসহ সকল কৃষিযন্ত্র (কম্বাইন হারভেস্টর, রিপার প্রভৃতি), খুচরা যন্ত্রাংশ, সেচযন্ত্রসহ কৃষিযন্ত্রে ব্যবহৃত জ্বালানি/ডিজেল, কৃষিপণ্য আমদানি, বন্দরে খালাসকরণ, দেশের অভ্যন্তরে সর্বত্র পরিবহন, ক্রয়-বিক্রয় যথারীতি অব্যাহত থাকবে।
* ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ ‘সেচ ভবন’ প্রাঙ্গণে কৃষক কর্তৃক উৎপাদিত নিরাপদ সবজি সরাসরি বিক্রয়ের জন্য স্থাপিত প্রতি শুক্র ও শনিবারের ‘কৃষকের বাজার’-এ আসা কৃষিপণ্যবাহী গাড়ি ও সংশ্লিষ্ট কৃষকদের চলাচল অব্যাহত থাকবে।
* সকল কৃষিপণ্যবাহী গাড়ি চলাচল এবং এ সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত সরকারি-বেসরকারি ব্যক্তিদের চলাচল অব্যাহত থাকবে।
* আউশ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আবাদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিতকরণে সঠিক সময়ে বীজতলা তৈরি, রোপণ, সেচ-সহ অনান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হবে।
* কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের নিজ কর্মস্থলে অবস্থান। কারোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঝুঁকি কমাতে নিজের এবং কৃষকের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সময়ে সময়ে সরকারের নির্দেশনাগুলো যথাযথভাবে পালনের নির্দেশনা।

**ত্রাণ সামগ্রীতে নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষিপণ্য অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ**

 করোনা ভাইরাসের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কৃষক যেন তার উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করে ন্যায্যমূল্য পেতে পারে সে লক্ষ্যে ত্রাণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দরিদ্র মানুষের মধ্যে বিতরণযোগ্য খাদ্য সামগ্রীতে আলুসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষিপণ্য অন্তর্ভুক্ত করার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করেছে কৃষি মন্ত্রণালয়। পাশাপাশি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বিতরণযোগ্য ত্রাণ সামগ্রীতেও নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষিপণ্য অন্তর্ভুক্তকরণের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

 #

কামরুল/মাহমুদ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৭৪৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১২৬৭

**মানুষকে ঘরে রাখতে প্রশাসনকে কঠোর হওয়ার নির্দেশ নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রীর**

দিনাজপুর, ২৪ চৈত্র (৭ এপ্রিল) :

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি বলেছেন, সরকার করোনা ভাইরাস থেকে সুরক্ষায় সবরকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণরোধে মানুষকে ঘরে রাখতে হবে। তিনি এ বিষয়ে প্রশাসনকে প্রয়োজনে কঠোর হওয়ার নির্দেশ দেন।

 প্রতিমন্ত্রী আজ দিনাজপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলার করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি এবং সার্বিক ত্রাণ বিষয়ক মতবিনিমিয় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ নির্দেশ দেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, দিনাজপুর একটি সীমান্তবেষ্টিত জেলা। করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি কোনোভাবেই যাতে সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে না পারে- সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকতে তিনি আহ্বান জানান।

 জেলা প্রশাসক মোঃ মাহমুদুল আলমের সভাপতিত্বে বৈঠকে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য জাকিয়া তাবাসসুম জুই, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, জেলার স্বাস্থ্য ও খাদ্য বিভাগসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

 এর আগে প্রতিমন্ত্রী বোচাগঞ্জ ও বিরল উপজেলায় করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি এবং সার্বিক ত্রাণ বিষয়ক মতবিনিমিয় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

#

জাহাঙ্গীর/মাহমুদ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৭৪১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর-১২৬৬
 **দেশে লবণের পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে**

ঢাকা, ২৪ চৈত্র (৭ এপ্রিল) :

 দেশে লবণের পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে। উল্লেখ্য, এবছরের ৩রা এপ্রিল পর্যন্ত লবণ মাঠ ও লবণ মিলে মোট ১০.২৬ লক্ষ মেট্রিক টন লবণ মজুদ রয়েছে। এছাড়া সকল জেলার ডিলার, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা পর্যায়েও আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণ মজুত রয়েছে।

 বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)-এর লবণ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, আয়োডিনযুক্তকরণ, মজুদ ও মূল্য সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি ২০১৯-২০২০ লবণ মৌসুমে লবণ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৮.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে এবছরের ৩রা এপ্রিল পর্যন্ত মোট ১০.৩৪ লক্ষ মেট্রিক টন লবণ উৎপাদিত হয়েছে। গত ২০১৮-'১৯ লবণ মৌসুমে লবণ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৯.৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন।

 উল্লেখ্য, করোনার সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং এর প্রাদুর্ভাবজনিত পরিস্থিতিতে মাঠে লবণ উৎপাদন, মিলে প্রক্রিয়াজাত ও আয়োডিনযুক্তকরণ ও বাজারজাতকরণে বিসিক বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধ ও বিদ্যমান পরিস্থিতিতে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ লবণ মিলসমূহ চালু রাখার জন্য বিসিকের পক্ষ হতে যোগাযোগ করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে সরকার কর্তৃক ঘোষিত সাধারণ ছুটিকালীন নিরবিচ্ছিন্নভাবে আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন ও বাজারজাত অব্যাহত রাখতে চাহিদা অনুযায়ী লবণ মিলগুলোতে পটাশিয়াম আয়োডেট সরবরাহ করা হচ্ছে। পাশাপাশি, লবণ চাষীদের নিয়মিত আবহাওয়া সংবাদ প্রদান, লবণ উৎপাদন ও মজুদ বিষয়ে কারিগরি সহায়তা প্রদান, ক্রুড লবণ বাজারজাতকরণের জন্য লবণ চাষী ও মিলারদেব সাথে যোগাযোগের মাধ্যম সমন্বয় সাধন করতে বলা হয়েছে।

#

মেহেদী/মাসুম/১৫.৩৫ঘন্টা.

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৬৫

**কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৪ চৈত্র (৭ এপ্রিল) :

 রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) এর তথ্যানুযায়ী আজ দেশে নতুন করে আরো ৪১ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১৬৪ জন। এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন মোট ৩৩ জন। এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন ১৭ জন।

 এদিকে ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এনডিআরসিসি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকার নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্য ৬৪টি জেলায় এ পর্যন্ত
২২ কোটি ১৫ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা নগদ সাহায্য এবং ৫৬ হাজার ৫শত ৬৭ মেঃটন চাল বরাদ্দ করেছে।

 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত এ সাহায্য সমগ্র দেশের সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে।

#

মেহেদী/মাসুম/১৫২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর-১২৬৩

**খুলনায় আজ থেকে করোনাভাইরাস পরীক্ষা শুরু**

খুলনা, ২৪ চৈত্র (০৭ এপ্রিল) :

 খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আজ থেকে শুরু হলো করোনাভাইরাস পরীক্ষা। সকালে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মাইক্রোবাইলোজি বিভাগের ল্যাবে পলিমার চেইন রিঅ্যাকশন (পিসিআর) মেশিনের উদ্বোধন করেন খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক।

 এসময় সিটি মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক বলেন, করোনাভাইরাস শনাক্তকরণ মেশিনের মাধ্যমে এ অঞ্চলের মানুষের করোনা শনাক্ত ও চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হলো। দেশের এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে সকল নির্দেশনা দিয়েছেন তা মেনে চলা এবং সরকারি নির্দেশনা মেনে সকলকে ঘরে অবস্থানের আহ্বান জানান তিনি।

 খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা সদর হাসপাতাল এবং খুলনার ১০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আলাদা ফ্লু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। ফ্লু কর্নারের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রোগীর লক্ষণ ও উপসর্গ দেখে যাদের করোনাভাইরাস পরীক্ষা করা প্রয়োজন শুধুমাত্র তাদেরই নমুনা পিসিআর মেশিনে পরীক্ষা করা হবে। পিসিআর মেশিনে চার ঘন্টার মধ্যে পরীক্ষার ফলাফল জানা যাবে। করোনাভাইরাস পরীক্ষার পর যাঁরা পজিটিভ শনাক্ত হবেন তাঁদের করোনা বিশেষায়িত হাসপাতাল হিসেবে প্রস্তুত করা খুলনা ডায়াবেটিক হাসপাতালে আইসোলেশনে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হবে।

#

জাভেদ/মেহেদী/মাসুম/১৫:০০ ঘন্টা/

তথ্যববিরণী নম্বর : ১২৬৪

**করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজশাহীতে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ**

রাজশাহী, ২৪ চৈত্র (০৭ এপ্রিল):

 রাজশাহীতে এ পর্যন্ত ১ হাজার ১১০ জনকে হোম কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন ৫ জনসহ বর্তমানে হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছে ৯৩ জন। গত ১ মার্চ ২০২০ থেকে বিদেশ প্রত্যাগত ২ হাজার ৯৫৯ জন। এখন পর্যন্ত হোম কোয়ারেন্টাইন থেকে মোট ১০১৭ জন বিদেশ প্রত্যাগতকে ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে। তবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন ও আইসোলেশনে কেউ নেই। এ পর্যন্ত জেলায় কেউ করোনায় আক্রান্ত হয়নি ।

 রাজশাহী জেলা প্রশাসক সূত্রে এ তথ্য জানানো হয়।

 রাজশাহীতে ১০টি সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রের ১১৫টি বেড করোনা চিকিৎসায় প্রস্তুত করা হয়েছে। ১৬ জন ডাক্তার ও ১৩ জন নার্স করোনা চিকিৎসায় সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রয়েছেন। ২০২০ সেট ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই) এবং প্রয়োজনীয় জরুরি ওষুধ মজুত রয়েছে।

 করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় এখন পর্যন্ত জেলার ৬৩ হাজার ২১টি পরিবারে ৬৩০ মেট্রিক টন খাদ্য সামগ্রী এবং ১১ হাজার ৪৭০টি পরিবারে ১৩ লাখ ৩৯ হাজার নগদ অর্থ সহায়তা দেয়া হয়েছে। আরও ৩৩৩ মেট্রিক টন খাদ্য সামগ্রী ও ১৪ লাখ ৫ হাজার নগদ অর্থ মজুত রয়েছে বলে প্রতিবেদনে জানা যায়।

#

ফারুক/মেহেদী/মাসুম/১৫.১৫ ঘন্টা.